Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/117	Place of Publication:	Rajsahi
		Year:	1311b.s. (1904)
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Sanatan Dharma Samiti
Author/ Editor:	Brajasundar Sanyal (eds.)	Size:	10x17cms.
		Condition:	Brittle
Title:	Musalman Bishnab Kabi vol. 3	Remarks:	History of Muslim Baishnab poets.

মুসলমান বৈষ্ণব কবি।

তৃতীয় খণ্ড।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল সম্পাদিত।

রাজসাহী

'সমিতি প্রেসে' মুদ্রিত ও বোয়ালিয়া
'সনাতন ধর্ম্ম-সমিতি' কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩১১

মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র।

উপহার।

স্বদেশের মুখোজ্জ্বলকারী

কবিবর

শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র সেন

মহাশয়ের

কর কমলে

সাদরে অর্পিত

হইল।

বিজ্ঞাপন।

'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহাতে আলাওলের ৫টী, মীর্জা ফয়জুল্লার ৫টী, সৈয়দ আইনদ্দিনের ৮টী, সৈয়দ নাসিরদ্দিনের ৪টী, নাছির মহম্মদের ৯টী, সের চান্দের ১টী, এবাদোল্লার ১টী, আবাল ফকীরের ১টী, মোছন আলীর ১টী, মহম্মদ হানিফের ১টী, এবং আলিমদ্দিনের ১টী,—এই মোট বারো জন কবির ৩৭টী পদ সন্নিবেশিত হইল। এতন্মধ্যে যে গুলি বৈষ্ণব পদ নহে, সে গুলি পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে। কেবল আলাওলের একটী পদ পরে সংগৃহীত হওয়ায় পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইল। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' আলাওলের একটী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে; সে পদটী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম মহাশয় দীনেশ বাবুকে দিয়াছিলেন, কিন্তু দীনেশ বাবুর পুস্তকে তাহার উল্লেখ নাই; উক্ত পদটীও ইহাতে প্রকাশিত হইল।

আমরা প্রথম খণ্ডে যে ২৫ জন মুসলমান বৈষ্ণব কবির নামোল্লেখ করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে ১৪ জন কবির পদাবলী তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইল। অবশিষ্ট কয়জনের পদাবলী শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। এই ১৪ জন কবির যদি আর কোনো নূতন পদ

সংগ্রহ করিতে প্যারি, তবে তাহাও চতুর্থ খণ্ডের পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইবে।

মুসলমান বৈষ্ণব কবির পদাবলী প্রকাশের আমার একমাত্র সাহায্যকারী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল করিম মহাশয় আমার জন্য যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিলে নিতান্ত কৃতঘ্নের ন্যায় কার্য্য হইবে। তিনি এবারো দয়া করিয়া কবিদিগের জীবনী লিখিয়া ও অনেকগুলি পদ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। ভগবান তাঁহার মঙ্গল করুণ।

ঘোড়ামারা, রাজসাহী। }
১লা আশ্বিন, ১৩১১। }

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

সূচীপত্র।

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
জীবনী আলোচনা	/০
কবিবর সৈয়দ আলাওল	।/০
আলাওল	১
মীর্জা ফয়জুল্লা	৭
সৈয়দ আইনদ্দিন	১২
সৈয়দ নাছিরদ্দিন	১৬
নাছির মহম্মদ	১৯
সেরচান্দ	২৫
এবাদোল্লা	২৬
আবাল ফকির	২৭
গোছন আলী	২৮
মহম্মদ হানিফ	২৯
আলিমদ্দিন	২৯
পরিশিষ্ট	৩০

সংগ্রহ করিতে পারি, তবে তাহাও চতুর্থ খণ্ডের পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইবে।

মুসলমান বৈষ্ণব কবির পদাবলী প্রকাশের আমার একমাত্র সাহায্যকারী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল করিম মহাশয় আমার জন্য যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিলে নিতান্ত কৃতঘ্নের ন্যায় কার্য্য হইবে। তিনি এবারো দয়া করিয়া কবিদিগের জীবনী লিখিয়া ও অনেকগুলি পদ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। ভগবান তাঁহার মঙ্গল করুণ।

ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
১লা আশ্বিন, ১৩১১।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

সূচীপত্র।

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
জীবনী আলোচনা	৵০
কবিবর সৈয়দ আলাওল	।৵০
আলাওল	১
মীর্জা ফয়জুল্লা	৭
সৈয়দ আইনদ্দিন	১২
সৈয়দ নাছিরদ্দিন	১৬
নাছির মহম্মদ	১৯
সেরচান্দ	২৫
এবাদোল্লা	২৬
আবাল ফকির	২৭
মোছন আলী	২৮
মহম্মদ হানিফ	২৯
আলিমদ্দিন	২৯
পরিশিষ্ট	৩০

জীবনী আলোচনা।

'মুসলমান বৈষ্ণব কবির' বর্ত্তমান খণ্ডে সৈয়দ আলাওল, মীর্জা ফয়জুল্লা, মীর্জা কাঙ্গালী, সৈয়দ আইনদ্দিন, নাছির মহম্মদ, সৈয়দ নাছিরুদ্দিন, সেরচান্দ বা সেরবাজ, এবাদোল্লা, আবাল ফকির, মোছন আলী, মহম্মদ হানিফ এবং আলিমদ্দিন,—এই দ্বাদশ জন কবির পদাবলী প্রকাশিত হইল। ইহাঁদের মধ্যে মহাকবি আলাওলের বৃত্তান্ত পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ হইল। অবশিষ্ট কবিগণের সম্বন্ধে আমাদের গবেষণার হল কিছুমাত্র প্রবেশ করিতে পারে নাই। প্রাচীন কবিগণ সাহিত্য-সংসারে একান্ত কুহেলিকাচ্ছন্ন। তাঁহাদের জীবনী জানিবার অভিলাষ করা আর অন্ধকারে ঢিল ছোড়া প্রায় সমানই বটে!

বঙ্গসাহিত্যের দপ্তরে সেখ ফয়জুল্লা নামধেয় কবির রচিত 'গোরক্ষ বিজয়' নামক এক প্রাচীন ঐতিহাসিক কাব্য পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু সেই কাব্য-রচয়িতা যে এই সকল পদকর্ত্তা নহেন, তাহা সেখ ও মির্জা উপাধির বিভিন্নতা হইতেই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

মির্জা ফয়জুল্লা ও মির্জা কাঙ্গালীর মধ্যে বংশবাচী উপাধির সাদৃশ্য আছে বটে; কিন্তু তাঁহারা যে অভিন্ন ব্যক্তি, সে কথা বলিবার আমাদের কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। তবে এইমাত্র বলা যায় যে মির্জা কাঙ্গালীর যে পদটি পাওয়া গিয়াছে, তাহা মির্জা

ফয়জুল্লারই পদাবলীর ছাঁচে ঢালা। 'কাঙ্গালী' শব্দের স্থানে 'ফয়জুল্ল' শব্দ বসাইয়া দিলে বোধ হয় কেহই রচনাভঙ্গী হইতে তাঁহাদের এ পার্থক্য নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন না। পক্ষান্তরে 'কাঙ্গালী' শব্দকে দৈন্যবাচক করিয়া লইলে যে এই দুই কবিকে এক কবিও করা যাইতে পারে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

নাছির মহম্মদ ব্যতীত অবশিষ্ট আট জন কবির নাম এই প্রথম মাত্র বিশ্রুত হইল। সাহিত্যরাজ্যে তাঁহাদের অপর কোন কীর্ত্তি আছে কিনা, তাহা জানা যায় নাই। তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন বৃত্তান্তই এ পর্য্যন্ত আমরা অধিগত করিতে পারি নাই। সাহ আবদুল্লা নামক জনৈক মহাত্মার পদরজঃ মস্তকে ধারণ করিয়া কবি সৈয়দ নাছিরদ্দিন একটি পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে সাহ আবদুল্লাকে কবির 'পীর' (দীক্ষাগুরু) ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

প্রাচীন সাহিত্যে 'সেরবাজ' নামক এক কবি আছেন। তাঁহার রচিত 'মল্লিকার হাজার সওয়াল' নামক পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে তিনি সৈয়দ বাজী, মীর নামক ব্যক্তি, হাছন সরীপ ও বদিউদ্দিন প্রমুখ মহাত্মাগণের চরণে প্রণতি করিয়াছেন; কিন্তু সেই কবিই যে আমাদের পদলেখক কবি, তাহা নিশ্চয় করিয়া কে বলিবে?

শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় নসির মামুদের ২টি মাত্র পদ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সংগৃহীত পদ দুইটি ব্যতীত নাছির মোহম্মদের অবশিষ্ট, সমস্ত পদই চট্টগ্রামে পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে তাঁহাকে চট্টগ্রামী কবি বলিয়া একরূপ সিদ্ধান্ত করা যায়। কেন না, কোনো কবির কীর্ত্তি

স্বদেশেই সমধিক প্রচারিত হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। নসির ও নাছির নামদ্বয়ে কেহ পার্থক্য কল্পনা করিয়া ভ্রমে পতিত হইবেন না। উচ্চারণ ভেদই এই পার্থক্যের হেতু। এই দুই কবিকে অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার কোন প্রমাণ নাই সত্য; কিন্তু রচনা-প্রণালী লক্ষ্য করিলে এই দুই জনকে এক কবি বলিয়া ধারণা না করিয়া পারা যায় না। চট্টগ্রামে সংগৃহীত পদাবলী হইতে জানা যায়, তিনি 'ফাজিল' উপাধিধারী ও 'এতিম' বা পিতৃ মাতৃ হীন ছিলেন। সাহ আফজল নামক জনৈক মহাত্মা তাঁহার পীর বা দীক্ষাগুরু ছিলেন। চট্টগ্রামের রাগতালের পুঁথিতে নাছির মোহম্মদের বহু ভণিতি দেখা যায়।

পাঠকগণ দেখিবেন, বৈষ্ণব কবিতা ব্যতীত কোন কোন কবি অপরবিধ পারমার্থিক গীতও রচনা করিয়া গিয়াছেন, তচ্ছ্রেণীর কোন কোন গীত হইতে তাঁহাদের কেহ কেহ 'ফকিরী' পথবর্ত্তী ছিলেন বলিয়াও অনুমান করা যায়। হয়ত 'প্রকৃতঃ তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্'!

এই সকল পদাবলী লেখকদের মধ্যে অত্যল্প মাত্র কবিরই সামান্য পরিচয় প্রদত্ত হইল। অবশিষ্ট কবিগণ প্রায় অজ্ঞাত-কুলশীলই রহিলেন। তবে তাঁহারা সকলে খাঁটি চট্টগ্রামী কবি কিনা, ঠিক বলা না গেলেও তাঁহারা যে অন্ততঃ পূর্ব্ববঙ্গবাসী ছিলেন এবং বৈষ্ণবকবিতা প্রচারের প্রাদুর্ভাব সময়েই আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

কবিবর সৈয়দ আলাওল।

কবিশ্রেষ্ঠ সৈয়দ আলাওল সাহেব বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। তাঁহার সদৃশ লোক এই সমাজে অদ্যাপি আর জন্মপরিগ্রহ করেন নাই; এবং কখনও করিবেন কিনা, একমাত্র ভবিতব্যতাই জানে। মুসলমান জাতির মধ্যে ত তিনি মহাকবির স্বর্ণসিংহাসনে সমাসীন আছেনই; গুণতুলনায় তাঁহার সমসাময়িক হিন্দু কবিকুলেও তাঁহার আসন অতি উচ্চে। দীনেশ বাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' আলাওলের গুণাগুণ সুস্পষ্ট প্রকটিত আছে। কুতূহলী পাঠকবর্গকে তথা হইতেই আপনাদের কুতূহল চরিতার্থ করিতে অনুরোধ করিয়া আমরা নিম্নে সংক্ষেপে তাঁহার জীবনকাহিনী বিবৃত করিলাম।

অধুনা বিধ্বস্ত প্রাচীন গৌড় রাজ্যের অন্তর্গত ফতেয়াবাদ নামক স্থানে আলাওল জন্মগ্রহণ করেন। তখন এই ফতেয়াবাদে মজ্‌লিস কুতুব নামধেয় এক নরপতি রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেন। মাননীয় দীনেশ বাবু এই ফতেয়াবাদ এখন ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত জালালাবাদ পরগণায় স্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আলাওলের পিতা উক্ত রাজার উজীর ছিলেন। সম্ভবতঃ আলাওলও উক্ত রাজসরকারে কোন উচ্চপদে সমারূঢ় ছিলেন। কোন কার্য্য (সম্ভবতঃ কোন রাজনৈতিক কার্য্য) হেতু তিনি তদীয় পিতৃদেবের সহিত রোসাঙ্গ (আরাকান) যাইতেছিলেন, দৈব-

যোগে এই জলপথে (খুব সম্ভব কর্ণফুলী নদীতে) হার্ম্মাদগণের (Portuguese Pirates) দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পিতাপুত্রে তাহাদের সহিত অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিবার পর, তাঁহার পিতা 'সহিদ' (সমরশায়ী) হয়েন এবং তিনি কোনরূপে পরিত্রাণ লাভ করেন। এই দুর্য্যোগের পর তিনি রোসাঙ্গাধিপতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ নরপতি শ্রীশচন্দ্র সুধর্ম্মা তখন রোসাঙ্গের রাজা। তিনি পরম ধার্ম্মিক, গুণগ্রাহী ও অত্যন্ত কাব্যকলাবিদগ্ধ ছিলেন। আলাওল প্রত্যেক কাব্যেই তাঁহার গুণগান করিয়া গিয়াছেন। এই পরম গুণবান রাজা আলাওলকে বিশেষ সমাদর করিতেন। এইরূপ রাজানুগ্রহলাভ ব্যতীত তিনি রোসাঙ্গরাজের প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুর, সেনাপতি সৈয়দ মহম্মদ খান, সৈয়দ মুছা, শ্রীমন্ত ছোলেমান ও নবরাজ মজলিস প্রভৃতি মহাত্মাগণের সহিত পরম প্রণয়পাশে আবদ্ধ হয়েন। তাঁহারা আলাওলকে অতিশয় যত্ন সহকারে প্রতিপালন করিতে থাকেন। তন্মধ্যে মাগন ঠাকুরই আলাওলের সর্ব্বপ্রধান সহায় ছিলেন। তাঁহার আদেশে আলাওল 'পদ্মাবতী' রচনা করেন, 'সয়ফলমুলুক ও বদিয়ুজ্জামাল'ও মাগনের আদেশে বিরচিত হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু তাহার কিয়দংশ রচিত হওয়ার পর মাগন ঠাকুরের স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। তাহাতে আলাওল একান্ত শোক-বিধুর ও হতাশ্বাস হইয়া লেখনী ত্যাগ করেন। এই শোকাবহ ঘটনার পর সুলতান সাহ সুজা তদীয় ভ্রাতা সম্রাটপ্রবর আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক বিতাড়িত ও পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া অবশেষে রোসাঙ্গ রাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কি কারণে জানি না, রোসাঙ্গপতির সহিত সাহ সুজার মনোমালিন্য ঘটে। তাহাতে সাহ সুজা সপরিবারে

নিহত হয়েন। তাঁহার সমস্ত মুসলমান অনুচরেরাও তদীয় দশা প্রাপ্ত হন। মির্জা নামক এক দুরাত্মার অপবাদে রোসাঙ্গের কারাগারে বহুলোক বন্দী হয়। তাহাতে কবি আলাওলকেও বন্দী হইতে হইয়াছিল কিন্তু তাঁহাকে অধিক দিন কারাগৃহে বাস করিতে হয় নাই। পঞ্চাশ দিন মাত্র কারাবাস করিয়া তিনি মুক্তিলাভ করেন।

এই দৈবদুর্গতির যবনিকা পতনের পর আলাওলের প্রতিভা কোন কার্য্যসাধনে নিযুক্ত ছিল কিনা, জানা যায় না। তবে ইহা স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, তিনি পূর্ব্বারব্ধ 'সয়ফল মুল্লুক'টি পর্য্যন্ত পরিসমাপ্ত করিতে শিথিলপ্রযত্ন হইয়াছিলেন। এইরূপে নয় বৎসর কাল পর্য্যন্ত উহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া থাকে। পরিশেষে তিনি, সৈয়দ মুছা নামক রোসাঙ্গের সেনাপতির আগ্রহাতিশয্যে 'সয়ফল মুল্লুক'র অবশিষ্টাংশ রচনা করিয়া দেন। তাঁহার কাব্যরাজি হইতে তাঁহার জীবনের এতদধিক কোন সংবাদ অবগত হইবার উপায় নাই।

চট্টগ্রাম—সুলতানপুর গ্রামে 'আলাওলের বংশ' নামে পরিচিত একটি বংশ আছে বলিয়া জানা যায়। কিন্তু তাহা কোন্ আলাওলের বংশ, সে কথা নিশ্চিত জানিতে পারি নাই। 'পদ্মাবতী'র প্রকাশক ৺ সেখ হামিদুল্লা সাহেব, সৈয়দ নুরুদ্দিন নামধেয় আলাওলের এক পুত্রের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার এই উক্তির সত্যতা বিশেষ প্রমাণসাপেক্ষ। চট্টগ্রাম সদর হইতে ৮ মাইল উত্তরে 'পশ্চিম জোবরা' নামক গ্রামে 'আলাওলের দীঘি' নামে এক প্রকাণ্ড জলাশয় আছে; এবং দীঘির উত্তর পারের দক্ষিণভাগে ইষ্টক নির্ম্মিত এক মসজিদের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি পরিদৃষ্ট হয়। পরে তদ্দেশবাসীরা সেই স্থানেই আবার মৃত্তিকা নির্ম্মিত

এক মসজিদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। কেহ কেহ উক্ত মসজিদ ও দীঘিকে কবি আলাওলের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। দুঃখের বিষয়, ইচ্ছা সত্ত্বেও আমরা এসব বিষয়ের আজও প্রকৃত তথ্যাবিষ্কারে সক্ষম হই নাই। বলা বাহুল্য যে, আলাওল আদৌ গৌড় দেশীয় হইলেও তাঁহার জীবন চট্টগ্রামেই ব্যয়িত হইয়াছিল।

আলাওলের কথায় জানা যায়, তিনি সাহ সুজার সঙ্গে বা দু'চারি বৎসর পূর্ব্বে রোসাঙ্গে আগমন করেন। সাহ সুজার পলায়ন কাল ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং বলা বাহুল্য, আলাওলও ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে বা তাহার ২।৪ বৎসর পূর্ব্বে রোসাঙ্গে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার ৩০ ৩৫ বৎসর বয়স হইয়াছিল অনুমান করিলে স্থূলতঃ ১৬২৫ খৃষ্টাব্দকে তাঁহার জন্মকাল স্থির করা যাইতে পারে।

আলাওল সাহেব মাগন ঠাকুরের আদেশে 'পদ্মাবতী,' মাগন ও সৈয়দ মুছার আদেশে 'সয়ফল্ মুল্লুক ও বদিয়ুজ্জামাল,' সৈয়দ মহম্মদ খানের আদেশে 'হপ্ত পয়কর,' নরাজ মজলিসের আদেশে —'সেকান্দর নামা' এবং শ্রীমন্ত ছোলেমানের আদেশে 'তহফা' রচনা করেন। এগুলি ভিন্ন তিনি শ্রীমন্ত ছোলেমানের আদেশে রচিত দৌলত কাজীর আরব্ধ অসমাপ্ত 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী' কাব্যের শেষাংশও পরিসমাপ্ত করিয়া দেন। সমস্ত গ্রন্থই সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে বিরচিত হইয়াছে।

প্রাগুক্ত গ্রন্থ ব্যতীত তিনি সুললিত পদ রচনায়ও তাঁহার অমৃত-নিষ্যন্দিনী লেখনী পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সহায় মহাত্মা মাগনের আদেশেই তিনি পদ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, বোধ হয়। এখন তাঁহার পদাবলী সমস্ত পাওয়ার উপায় নাই। যে কয়টী পদ এখানে প্রদত্ত হইল, তদ্দ্বারা পাঠকগণ দেখিবেন, পদ রচনায়ও তিনি কিরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

শ্রীআবদুল করিম।

মুসলমান বৈষ্ণব কবি।

আলাওল।

তুড়ী। (মতান্তরে ভৈরব রাগ।)

ননদিনী রস-বিনোদিনী,
ও তোর কুবোল সহিতাম্ নারি। ধু।
ঘরের ঘরিণী, জগত-মোহিনী,
প্রত্যূষে যমুনাএ গেলি।
বেলা অবশেষ, নিশি পরবেশ,
কিসে বিলম্ব করিলি ?(১)
প্রাত্যূষে বেহানে, কমল দেখিয়া,
পুষ্প তুলিবারে গেলুম্।

(১) "ননদিনী রস বিনোদিনী, কুবোল সহিতে নহি পারি।
হাম কুলনারী, কলঙ্ক ভয় করি,
কথা সহিতে নহি পারি॥ ধু।
কহে ননদিনী, শুন সোহাগিনী,
প্রভাতে জলেরে গেলি।
দিন অবশেষ, নিশি পরবেশ,
কি লাগি বিলম্ব কৈলি ?"——পাঠান্তর।

বেলা উদনে, কমল মুদনে,
ভোমরা দংশনে মৈলুম্ ॥
কমল কণ্টকে, বিষম সঙ্কটে,
করের কঙ্কণ গেল ।(২)
কঙ্কণ হেরিতে, ডুব দিতে দিতে,
দিন অবশেষ ভেল ॥
শীষের(৩) সিন্দুর, নয়ানের কাজল,
সব ভাসি গেল জলে ।(৪).
হের দেখ মোর অঙ্গ জর জর,
দারুণি পদ্মের নালে ॥
কুলের কামিনী, কুলের নিছনি,
কুলে নাই তোর সীমা ।
আরতি মাগনে, আলাওলে ভণে,
জগত মোহিনী রামা(৫) ॥ [১] ॥

(২) "অরুণ উদিল, কমল মুদিল,
ভ্রমর দংশনে মৈলুম্ ।
হস্তের কঙ্কণ, করিতে মার্জ্জন,
খসিয়া পড়িল জলে ।"——পাঠান্তর

(৩) শীষের—শীর্ষের, মস্তকের বা সিঁথার ।

(৪) "আগর চন্দন, কস্তুরী কঙ্কুম,
সব ভাসি গেল জলে ।"——ঐ

(৫) "এরূপ নিছনি, কুলের কামিনী,
রূপের নাহিক সীমা ।
আরতি মাগনে, আলাওলে ভণে,
যদি প্রভু নহে বামা ॥"——

কল্যাণ।

—৪—

সইগণ, বড়ি অপরূপ সাজে ।
একি অপছরী(১) তেজি সুরপুরী,
আয়ল ভুবন মাঝে ॥ ধু ।
শিরেত (২) সিন্দুর, নয়ানে কাজল,
বুড়ি অপরূপ রঙ্গ ।
রাহু দিবাকর, কুহু সুন্দর,
তিন ভেল একহি সঙ্গ ॥
অরুণ বরণ, যুগল নয়ান,
কাজল লুজ্জিত ভেলা ।
কনক কমল, উপরে ভ্রমর,
খঞ্জনে করএ খেলা ॥
সর্ব্বক্ষণ হেন, জিতেন্দ্রিয় (?) গমন,
করি-অরি জিনি মাঝ ।
কেয়ূর কঙ্কণ, কিঙ্কিণী নূপুর,
সঘন করএ গাজ (৩) ॥
× × গুরুর কিঙ্কর,
শুন সব মতিমান ।

(১) "একি অপরূপ হরি"—পাঠান্তর । অপছরী—অপ্সরা ।
(২) "শীষের"——পাঠান্তর ।
(৩) 'গাজ'——গর্জ্জন বা নিক্কণ ।

নূতন যৌবন, কামিনী মোহন,
শ্রীআলাওলে ভাণ* ॥ [২] ॥

পঞ্চম।

আলি(১) কত (কিহে ?) দুঃখে মিলায়ব কাম ?
ঘঠে (তে) না রহে প্রাণ ! ধু(২)।
না জানি কি হৈল, কি দিআ কি কৈল,
না জানি ললাটে আছে কি।
বিনি দোষে কালা, দিলা এথ জ্বালা,
এ না দুঃখে প্রাণ যায় তেজি(৩) ॥
অবিরত পোড়ে মন, কালা মোরে নিদারুণ,
ভুলিয়া রহিলা ভিন্ন দেশ।
বিরহের বন, মদন দাহন,
তনু ক্ষীণ প্রাণি (মোর) শেষ ॥
চন্দন আগর,(৪) শীতল মন্দির,
কিছু না লাগএ মন রঙ্গে(৫)।

---

* "ভণে শ্রীআলাওল খান"——পাঠান্তর।

এই পাঠের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে আমাদের ঘোর সন্দেহ আ[ছে]

১। আলি—সখি।
২। "আগুনিতে দহে মোর মন, ঘঠেতে" ইত্যাদি পাঠান্ত[র]
৩। "ঐ দুঃখে প্রাণ না যায় তেজি"———ঐ।
৪। আগর———অগুরু।
৫। "কিছু না লাগএ অঙ্গে"—পাঠান্তর।

হীন আলাওলে ভণে, ঐ দুঃখ রহিল মনে,(৬)
কানাইয়া দেখ তোর সঙ্গে(৭) ॥ ৩ ॥

৬। "ঐ সে দুঃখ রৈল মনে"——পাঠান্তর।
৭। "কালা দেখ তোমার সঙ্গে"—ঐ।
দেখ = দেখম্ = দেখোঁ = দেখো = দেখ।

সামান্য পাঠান্তর সহ এই পদটি অপর এক কবির নামে প্রচলিত দেখা যায়। নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল :——

"কে মিলাইবে, কে মিলাইবো,
কে মিলাব কান ?
ঘঠে রে না রহে পরাণ ! ধু।
কি জানি কি হৈল, কি দিয়া কি কৈল,
কি জানি করমে (আছে ?) কি।
কি না দোষে কালা, দিলা এথ জ্বালা,
প্রাণি লৈয়া যাএ তেজি ॥
কি জানি এমন, কালা নিদারুণ,
ভুলি রহল দূর দেশ।
অনঙ্গ বেদন, মদন দহন,
তনু ছাড়ি প্রাণ শেষ ॥
এই চান্দ চন্দন, শীতল মঙ্গল,
আন ন ভাবিয়ে অঙ্গ।
হীন আমানে ভণে, এ তিন ভুবনে,
দেখ কানাই তোম্মার সঙ্গ ॥"

গুর্জ্জরী ভাটীয়াল ।

কি দেখিলাম যমুনার ঘাঠে লো নাগর কানাই রে,
শ্যাম, কি দেখিলাম যমুনার ঘাঠে ? ধু ।
দক্ষিণে নাচএ ভুরু, সঘনে কম্পএ উরু,
পাপিনী সাপিনী হৈল বাম ।
আভাবে(১) পড়িল বাধা, মুই কলঙ্কিনী রাধা,
না জানি কি হয় পরিণাম ॥
মুই যদি জানিতুম্ বাটে, কানাইয়া যমুনার ঘাঠে,
ত'(২) কেনে ভরিতে আইলুম্ জল ।
কৈয়াছিল গুরুজনে, সে কথা না ছিল মনে,
পাইলাম তার প্রতিফল ॥
জুঙ্গম মেঁঘের আড়ে, যুগল খঞ্জন নাচে,
তা দেখিয়া পড়ি গৈলুম্ ভোলে ।
হেন কভু না দেখিছি, লোক মুখে না শুনিছি,
হেন পক্ষী আছএ গোকুলে ॥
বংশী বটের তলে, ছায়া নাহি সুশোভিত,
তাতে বসিতে না লয় মন ।
অরুণ কিরণ তাপে, মু'খানি শুকাই যাবে,
ক্ষুধাএ আঁখি অরুণ বরণ ॥
কহে হীন আলাওলে, কেনে আইলুম্ তরুতলে,
নয়ানে নয়ানে হৈল দেখা ।
এক ধারা পন্থখানি, দুই ধারা হইতে নারি,
শ্যাম গায়ে লাগিয়াছে ধাকা(৩) ॥ [৪] ॥

১। 'আভাবে' না হইয়া 'প্রভাতে' হইত কি না, জানি না।
২। ত——তবে। ৩। ধাকা—ধাক্কা।

মীর্জা ফয়জুল্লা ।

তুড়ী ।

দেখ সখি, শ্যাম মোহনিআ ।
এ রূপ যৌবন, করিএ নিছন,
শ্যাম পদে(১) ভজ গিয়া ॥ ধু ।
মোহনিআ কালা, মোহনিআ মালা,
মোহনিআ বাঁশী বাজাএ ।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা, দিতে নারি সীমা,
জগ-মন মুরছএ(২) ॥
কপালে চন্দন, মদন মোহন,
মজাইল গোকুল ধাম ।
মকর কুণ্ডল, অরুণ মণ্ডল,
মুরছিত কোটি কাম ॥
বচন শোভা, মুনি-মন-লোভা,
আনন্দ রসেরি দান (?) ।
* * *
বাঁশের বাঁশী, গরল রাশি,
যুবতী বধিতে পাশী ।

১। "রাঙ্গা পদে"—এ—পাঠান্তর ।
২। মুরছএ—মূর্চ্ছা যায় ; মোহিত হয় ।

শুনি বাঁশীর ধ্বনি, গোকুল রমণী,
বিনি মূলে হএ দাসী ॥
মীর ফয়জুল্লা ভণে, লাগিল নয়ানে,
কেমতে ধৈরজ ধরি, শ্যাম সোণা হেরি ॥ ১ ॥

ধানশী।

সজনী সই, কানু সে প্রাণধন মোর। ধু।
যে বলে বলুক্ মোরে,
যে করে করিব নিজ পতি।
সকলি ছাড়িয়া মুই, কানুর শরণ লই,
ধিক্ মোর এই ঘরে বসতি ॥
তোমরা যথেক(১) সখী, ঘরে যাও কুল রাখি,
কানুর ভাবে হৈয়াছি বিভোর।
শুনিতে বাঁশীর গান, দ্রবীভূত হএ পাষাণ,
রমণীর প্রাণ কথ(৩) দড় ॥
চিত্ত উতরোল দেখি, চৌদিকে পলকে আঁখি,
সকলি দেখিএ শ্যাম রায়।
মনে হেন সাধ করে, নিত্য দেখি বন্ধুয়ারে,
ভজিতে না পারি রাঙ্গা পায় ॥
মীর্জা ফয়জুল্লা বাণী, শুন রাধা ঠাকুরাণী
মনে ভাব মন্দিরে বসিয়া।

১। যথেক—যতেক। ৩। কথ—কত।
২। "দ্রবয় যে পাষাণ"—পাঠান্তর।

জীবন ক্ষোয়ারের পানি,(৪) তরল তরঙ্গ জানি,
ঐ রাঙ্গা চরণ ভজিয়া ॥ ২ ॥

রামক্রিয়া।

চল দেখি গিয়া,—রূপ বন্ধু চল দেখি গিয়া।
কিরূপে ধরাইমু হিয়া শ্যামে না দেখিয়া ॥(১) ধু।
মালতীর মালা গলে শোভি আছে ভালা।
মু'খানি পূর্ণিমা শশী বরণ চিকণ কালা ॥
সাক্ষী হৈও সাক্ষী হৈও এ পাড়াপড়শী।
শাশুড়ী ননদীর বাদে হৈলাম দেশান্তরী(২) ॥
কদম্বের ডালে বসি বাজাএ মুরড়ি।
আবরিছে কদম্বের পত্র সারি সারি ॥

৪। পান—জল।
১। "চল বন্ধুর রূপ দেখি গিয়া।
দেখিয়া বন্ধুর রূপ না ধরএ হিয়া ॥ ধু "—পাঠান্তর।
২। "তরুআ কদম্বতলে পত্র সারি সারি।
কুখেণে হইল দেখা পাসরিতে নারি ॥"—ঐ। তারপর—
"ডালে ডালে পুষ্প আর ফুটিয়াছে কলি।
ছন্দবন্দ বৃন্দাবনে নাগর বনমালী ॥
জলের উপরে বসি ঝলকে চমকে।
দেখিলাম সুন্দর রূপ বিজুলী চমকে ॥"—পাঠান্তর।
এতৎ পাঠে ভণিতি পাওয়া যায় নাই।

মীর ফয়জুল্লা কহে মনেতে ভাবিয়া।
দেখ দেখি শ্যামরূপ জল ছলে গিয়া॥ ৩॥

কৃষ্ণবসন্ত।

আহা, কৃষ্ণ প্রাণের নাথ কে নিল হরিয়া।
কান্দে সব গোপনারী গোবিন্দ ধেয়াইয়া॥
নন্দ কান্দে, যশোদা কান্দে, কান্দে রোহিণী।
আহার তেজিয়া কান্দে বনের হরিণী॥
না কান্দ, না কান্দ গোপী স্থির কর মন।
কংস বধিয়া কৃষ্ণ আসিব এখন॥
জাতি যুথি মালতী পুষ্প দ্বারে লাগাইলুম্।
নিঠুর কালিয়ার সনে পিরীতি বাড়াইলুম্॥
ফুটল মালতী ফুল গন্ধ গেল দূর॥
ছাড়ি গেল প্রাণের নাথ নিমায়া নিঠুর॥
মীর ফয়জুল্লা কহে × × ×
× × + × ৪॥

এই পদের ভনিতিটা ভাল রূপে উদ্ধার করিতে পারা যায় নাই।

রামকেলি। (মতান্তরে সুহই।)

কিরে শ্যাম, এমন উচিত নহে তোমার! ধু।
অঘোর সাঁঝুয়া বেলা,(১) কি বোল বলিয়া গেলা,
সাঁচা(২) যদি না আছিল মনে।
এক কহ আর হয়, এমন উচিত নয়,
এ দুঃখ না সহে পরাণে॥
যখনে পিরীতি কৈলা, দিবারাত্রি আইলা গেলা,
ভিন্ন ভাব না আছিল মনে।
সাধিয়া আপনা কাজ, কুলেতে রাখিলা লাজ,
ফিরিয়া না চাহ আঁখি কোণে॥ (৩)
তুই বন্ধের কঠিন হিয়া, আনলেতে তৃণ দিয়া,
কোথা গিয়া রহিলা ভুলিয়া?
মীর্জা কাঙ্গালী ভণে, জল ঢাল সে আনলে,
নিবাও লো প্রেম রস দিয়া॥ ৫॥

১। সাঁঝুয়া বেলা—সন্ধ্যা বেলা।
২। সাঁচা—সত্য।
৩। "তোমার কঠিন মন, মোরে হও বিস্মরণ,
কুপেণে পিরীতি তোর সনে।"—পাঠান্তর।

সৈয়দ আইনদ্দিন।

রামক্রিয়া।

সই, দেখরে রঙ্গ কেলি।
এ নাট মন্দিরে নাচে রাধা বনমালী॥ ধু॥
খেলে রাই কানু মিলি দুই তনু।
সেই রূপে উজলএ জিনি কোটি ভানু॥
খেণে খেণে শ্যাম নাগর গোকুলে ব্যাপিত॥
শ্যামরূপ হেরিআ রাধা হরষিত॥
কহে সৈয়দ আইনদ্দিনে আনন্দ কথা।
শুনিতে শ্রবণে সুখ গাও যথা তথা॥ ১॥

রামকেলি।

মরম দগধে প্রেমবাণে!
বন্ধুয়ারে শরীর ভেদিল কামবাণে॥ ধু॥
তোমা সঙ্গে করি প্রেম, হারাইলাম জাতি ধর্ম্ম,
আর মরি লোক পরিবাদে।
তোমা কি কহিব বন্ধু, আমার কপাল মন্দ,
কি করিলা অই দীন নাথে॥

তোমার কঠিন হিয়া, ভজ নানা নারী লৈয়া,
কোথা গেলা বসি রৈনু আমি।
পালঙ্গ সাজাই নারী, জাগিয়া কান্দিয়া পুড়ি,
নিশি গেল না আসিলা তুমি॥
কহে সৈয়দ আইনদ্দিনে, প্রভু ভাব রাত্র দিনে,
মায়াজালে না করিও হেলা।
আমারে অনাথ করি, তুমি যাও মধুপুরী,
আর কি পাইব তব সেলা॥ ২॥

দেশকারী।

বৃন্দাবনে রাধা কানু রঙ্গের রঙ্গিআ।
চল রে সখী সব রূপ দেখি গিআ॥ ধু।
তুমিত চিকণ কালা রূপেতে মোহন।
কনক বরণ রাধে মিলিছে(১) আপন॥
রাধা বালা নব শশী কানু পূর্ণ চান্দ।
একি অপরূপ দেখি চান্দের উপরে চান্দ॥
রূপেতে নৈরূপ বৈসে রূপে অনুপাম।
রূপ না থাকিলে কার রাধা কানু নাম॥
কহে সৈয়দ আইনদ্দিনে হেরি রূপ পুর।
সব রূপ একই রূপ পুষ্প কি মধুর (?)॥ ৩॥

১। "চিন কি"—পাঠান্তর।

মাধবী।

বিনোদ, আজু যাও ঘর।
তোমারে খাইব সাপে বন্ধু কলঙ্ক রহিব মোর(১) ॥ ধু।
উঠানেত হাঁটু পানি(২) সম্মুখে গড় খাই।
সোণা হেন বন্ধুআ রাখিমু কোন ঠাঁই ॥
ঘরে থাকে খগুআ কুকুর চৌদিকে মান্দার(৩)।
কেমতে হইব বাহির বন্ধু, ঘরেতু(৪) আমার ॥
ঘরেত জাল রে বন্ধু আর বাপ ভাই(৫)।
মাঝি আলে(৬) শুতি আছে ভগিনী জামাই ॥
কহে সৈয়দ আইনদ্দিনে মন কর শান্ত।
এক চিত্তে প্রভু ভাব মিলাইব কান্ত ॥ ৪ ॥

১। "তোমা খাইব বাঘে সাপে কলঙ্ক আমার"—পাঠান্তর।
২। হাঁটুপানি—জানু পর্য্যন্ত জল।
৩। "মুই নারীর বাড়ীতে আছে ভুখিল কুকুর।"—পাঠান্তর
খগুআ—ঘা-যুক্ত ; ব্যাধি গ্রস্ত। মান্দার—মন্দার বৃক্ষ
ভুখিল—ক্ষুধার্ত্ত।
৪। ঘরেতু=ঘর হইতে। তু, থু, তুন্ বা থুন্—চট্টগ্রামে পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন স্বরূপ বা 'হইতে' অর্থে ব্যবহৃত হয়।
৫। "ঘরে আছে ননদ জাল আর বাপ ভাই"—পাঠান্তর
জাল—দেবরের স্ত্রী।
মাঝি আলে—মধ্যম ভাগে।

মল্লার।

কালারে মোর মনোহর, তুমি আমার রসের গুণনিধি !
এথ(১) রূপ গুণ দিয়া সৃজিলেক বিধি ॥ ধু ॥
এ মেঘ আঁধার রাত্রি কেহ নাহি সাথে।
একেলা আসিছ বন্ধু, বাঁশি লৈয়া হাতে ॥
বন্ধু এ মেঘ আঁধার রাত্রি বিজুলীর ছটা।
ধীরে ধীরে বাড়াইও পাও পিছল হৈছে ঘাঁঠা(২) ॥
এ মেঘ আঁধার রাত্রি ভুজঙ্গিনী চরে।
এথ রাত্রি আইলা বন্ধু, খাইয়া যাও মোরে ॥
এ মেঘ আঁধার রাত্রি আর বাঘের ভয়।
বন্ধুয়া আসিব করি মোর মনে লয় ॥
এ মেঘ আঁধার রাত্রি আর আসিছ ধাইয়া।
কথ দুঃখ পাইছ বন্ধু অভাগীর লাগিয়া ॥
এ মেঘ আঁধার রাত্রি গহীন প্রবেশ।
এথ রাত্রি আইলা বন্ধু কি নিমু উদ্দেশ ॥
কহে শ্রীআইনদ্দিনে বন্ধু নিঠুরিয়া।
আজু সে পাইলে পতি না দিমু ছাড়িয়া ॥ ৫ ॥

১। এথ—এত।
২। ঘাঁঠা—বাড়ীর প্রবেশ পথ।

সৈয়দ নাছিরদ্দিন।

গান্ধার।

আলো রে পরাণের পোতলী বন্ধু,
তুমি মোর তিলকের ফোঁটা!
দৈবে সে তোমার লাগি, হৈয়াছম্(১) বৈরাগী,
তাতে কিবা লাজ খোঁটা॥ ধু।
পিরীতি অবশেষ, না রহিমু এই দেশ,
আনল দিয়া যাইমু ঘরে।
নিতি রাধার মন, করে উচাটন,
বাহির হম্ হম্(২) প্রাণি করে॥
করেতে কঙ্কণ, নয়ানে অঞ্জন,
পিন্ধনে(৩) পাটের সাড়ী।
করেতে মন্দির, চরণে নেপুর,
কেন ফির বাড়ী বাড়ী॥

১। হৈয়াছম্—হইয়াছি।
২। হম্ হম্—হই হই।
৩। পিন্ধনে—পরিধানে।

অন্তরে আগুনি, বাহিরে আগুনি,
আগুনি এ দশ দিশ।
নাছিরদ্দিনএ মিনতি ভণএ,
দয়া না ছাড়িও শেষ(৪)॥ ১॥

৪। এই পদের সহিত নিম্নোদ্ধৃত ভণিতি শূন্য পদের বহুল সাদৃশ্য দেখা যায়:—

গান্ধার।

"সোণা বন্ধের লাগিয়া, সদায় পোড়ে হিয়া,
মুই নারীর মরমে জানে। ধু।
দৈবে তোমার লাগি, হৈয়াছম্ বৈরাগী,
তাতে কি লোকের ডর।
পিরীতি অবশেষ, না থাকিমু এই দেশ,
আগুনি দিয়া যাইমু ঘর॥
আম না গাছেতে, কোকিলা কুহরে,
ডালিম্ব গাছেতে শুয়া।
এ দেশের পাড়াপড়ি, সকল প্রাণের বৈরী,
কারদি' পাঠাইমু পান গুয়া॥
হাকিমে জানিল, জগতে শুনিল,
লোকের মুখেতে হৈল হাসি।
মুই নারীর যৌবন খানি, যাচিয়া না দিলুমরে,
অনামুলে হৈতাম তোমার দাসী॥

দীপক।

আলো রে মুই রূপের নিছনি মরি যাই!
ঐ রূপ রসিয়ার(১) সঙ্গে কে দিব মিলাই॥ ধু॥
যবে ধরি(২) দেখি আছি নাগর সুন্দর।
অবিরত তনু ক্ষীণ হিয়া জর জর॥
তরুয়া কদম্ব তলে ঐ রূপ রঙ্গিমা।
নানা রস বাঁশীর স্বনে দিতে নারি সীমা॥
কহে সৈয়দ নাছিরদ্দিনে পুরিয়া আরতি।
সাহা আবদুল্লা পদে করিয়া ভকতি॥ ২॥

১। রসিয়া—রসিক।
২। যবে ধরি—যেই সময় হইতে।

নাছির মহম্মদ।

মায়ূরী।

চলহ সখী নাগরী, মান তুমি পরিহরি,
দেখ আসি নন্দ-কি রায়। ধু॥
যত কুল ব্রজনারী, অঞ্জলি ভরি ভরি,
আবীর ক্ষেপেন্ত শ্যাম গায়।
ক্ষণে যায় যমুনার জলে, ক্ষণে ক্ষণে তরুমূলে,
ক্ষণে ক্ষণে বাঁশীটী বাজাএ॥
শুনিয়া বাঁশীর তান, ত্যজে মানীর মান,
শ্রুতি মন নিত্য তথা ধায়।
কহে নাছির মহম্মদে, ভজ রাধে শ্যাম পদে,
বিলম্ব করিতে না যুয়াএ॥ ১॥

পঞ্চম।

যাই কোন ঠাঁই সজনী সই,
বন্ধের লাগি যাব কোন ঠাঁই? ধু।

প্রেম বাড়াইয়া কালা, দিলি মোরে এথ জ্বালা,
কোথা গিয়া রহিলি ছাপাই(১)
এ চারি প্রহর নিশি, শয্যার উপরে বসি,
ঝুরি ঝুরি রজনী গোঁয়াই ॥
যৌবন হইল ভারী, ধৈর্য্য ধরাইতে নারি,
কিসে মন রাখিমু মানাই।
এতিম(২) নাছিরে ভণে, যাও ধনি কদম তলে,
যদি চাহ সুন্দর কানাই ॥ ২ ॥

দেশকারী।

বল কি উপায় সই রে,
বল কি উপায়। ধু।
কিবা গৃহবাস মোর কিবা অভিলাষ(৩)।
এ রূপ যৌবন কালে পিয়(৪) নাহি পাশ ॥
হৃদের অন্তরে মোর হানিল কামশর।
নিঠুর হইয়া কালা গেল দূর দেশ(৫) ॥
কহে নাছির মহম্মদে পিয়া নহে দূরে।
ভাব প্রভু পাইবা ধনি নিজ অন্তঃপুরে ॥ ৩ ॥

১। ছাপাই—লুকাই। ২। এতিম—পিতৃ মাতৃহীন।
৩। "কিসের হাসলাস মোর কিসের গৃহবাস"—পাঠান্তর।
৪। পিয়া—প্রিয়।
৫। "হৃদের অন্তরে হানিয়া কামছেল।
নিদয়া হইয়া পিয়া কোন দেশে গেল।।"—পাঠান্তর।

রামক্রিয়া।

ওগো রাই, মুই কেনে আইলাম জলে।
দেখিলুম বন্ধের(১) রূপ ঐ কদম তলে ॥ ধু।
ফুলের মালা গুলে রে চম্পার মালা দোলে।
পুষ্প হার গলে দিয়া নাচে কদম তলে ॥
সখীর সঙ্গে আইলাম জলে জল ভরি গেল্ তারা।
শ্যাম রূপ নিরখিতে আমার কলসী না গেল্ ভরা ॥
যমুনার জলেরে যাইতে ননদী দিল বাধা।
ভাঙ্গিল কাঁখের কল্‌সী হাতে রৈল কাঁধা(২) ॥
মুরলী বাজাএ শ্যামে কদম তলে বসি।
শুনিতে রাধার তনু পড়ে খশি খশি ॥
মুরলী বাজাএ শ্যামে কদম্বের স্থানে।
চলিছে বিনোদ রাধা কানু দরশনে ॥
মুরলী বাজাএ শ্যামে কদম্ব তলে বৈয়া।
কদম্বের পত্রসারি পদে পদে চাইয়া(৩) (?) ॥
কদম্ব তলে থাকি করে পুরবীর স্বন।
শীতল বাঁশী স্বরে না রহে পরাণ ॥
ফাজিল নাছিরে ভণে শুন ব্রজনারী।
মুরলীর স্বরে রাধার প্রাণি নিল হরি ॥ ৪ ॥

১। বন্ধের—বন্ধুর।
২। কাঁধা—স্কন্ধদেশ।
৩। "কদম্বের পত্র ছিঁড়ি কানাই রূপ চাইয়া।"—পাঠান্তর।

ভাটিয়াল।

জীবের ধন, আমায় ছাড়ি গেলা কোন্ দোষে ?
তোমার পিরীতি আবি, মরমে রহিল হাসি,
তনু ক্ষীণ প্রাণি হয় শেষে ॥ ধু।
মুই যদি জানিতুম জ্বালা মোরে দিলা জ্বালিয়া,
তবে কেমন বাড়াইলাম পিরীত।
অন্তরে বাহিরে দহে, কথবা(১) পরাণে সহে,
জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠে চিত॥
কি মোর গৃহের কাজ, কি মোর লোকের লাজ,
কিবা মোর গুরুর গঞ্জন।
অই ভাবনা মনে, প্রাণ (মরে উচাটন ?)
কবে পাইমু বন্ধের দরশন॥
কহে নাছির মহম্মদে, ভজ ধনি প্রভু পদে,
(তবে পাইবা ?) কানুর উদ্দেশ।
হৃদয়ের তলে থাকে, বন্ধুয়া আসে যায়,
তিলে তিলে ধরে নব বেশ॥ ৫ ॥

১। কথবা—কতবা।

তুড়ি।*

ধেনু সঙ্গে,
গোঠে রঙ্গে,
খেলত রাম
সুন্দর শ্যাম,
পাচনি কাচনি বেত্র বেণু
মুরলী খুরলী গানরি(১)।
প্রিয় দাম শ্রীদাম সুদাম মেলি,
তরুণী-তনয়া-তীরে কেলি,
ধবলি সাঙলি আওবি আওবি,
ফুকরি চলত কানরি॥

*একখানি হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথিতে এই পদটার শেষে জ্ঞান দাসের ভণিতি সংযুক্ত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে পদটী কাহার রচিত তাহা জানিবার জন্য গত বৎসর আমি এই দুইটী পদই অবিকল উদ্ধৃত করিয়া শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশ করি। কিন্তু কেহই এপর্য্যন্ত তৎ নির্ণয়ে অগ্রসর হন নাই। নিম্নে জ্ঞান দাসের ভণিতি সংযুক্ত পদটী হইতে পাঠান্তরাদি প্রদর্শিত হইল।

১। "ধায় কানাই ধেনু সঙ্গে গোঠ রঙ্গে ॥
চলত রাম সুন্দর শ্যাম কাচনি পাচনি বেত্র বেণু
মুরলী খুরলী গানরী।"————পাঠান্তর।

বয়স কিশোর মোহন ভাঁতি,
বদন ইন্দু(২) জলদ কাঁতি,
চারু চন্দ্রি গুঞ্জাহার,
বদনে মদন ভানরি।
আগম নিগম বেদ সার,
লীলা যে করত গোঠ বিহার,(৩)
নছীর মামুদ করত আশ,(৪)
চরণে শরণ দানরি॥ ৬॥

সুহই।

বল দেখি কি বুধি করিব।
কানুর পিরীতি, বড় পরমাদ,
দৈবে মরিয়া যাব॥ ধু।
শাশুড়ী ননদী মোরে কুবচন বলে।
কভু নাহি ঠেকে রাঙ্গা নয়ান হিলোলে॥
নছীর মামুদ কহে চিতে নৈল কথা।
যে ছিল করমে মোর লিখিল বিধাতা॥ ৭॥

২। "বয়ান ইন্দু।"————পাঠান্তর।
৩। "লীলায় পহুঁ করে বিহার।"——ঐ
৪। "জ্ঞানদাস করত আশ।"———ঐ

সেরচান্দ।

ললিত।

পন্থ ছাড় ঘরে যাই রে, নিলাজ কানাই। ধু।
মাথায় পসরা করি,
চলিছ গোপালের নারী;
কোথায় তোর ঘর বাড়ী?
মথুরাতে যাইতে চাহ,
কিছু দান দিয়া যাহ,
অনাদানে(১) ছাড়িতে না পারি॥
হওম্(২) মুই গোপালের নারী,
গোকুলেতে ঘর করি,
মথুরাতে করি হাট ঘাঠ।
চিরকাল এই পন্থে,
না দেখিছি দান লৈতে,
আজু কেনে নিরোধিছ বাট॥
তুমিত নন্দের সুত,
কর্ম্ম কর অদভুত,
পন্থ মধ্যে কর বাটোয়ারি।

১। অনাদানে—বিনা দানে। ২। হওম—হই।

রাজা আছে কংসাসুর,
বড়াই করিব চুর,
পাছে দোষ না দিও আমারি ॥
হীন সের চান্দের বাণী,*
শুন রাধে ঠাকুরাণী,
ভজ গিয়া কানু গুণসার।
তরিতে পাতকী লোক,
না ভাবিও মনে দুখ,
কানু বিনে গতি নাহি আর ॥ ১ ॥

এবাদোল্লা।

কোড়া।

সহন না যাএ দুঃখ, সহন না যাএ।
যৌবন চলিয়া গেলে পিয়া না বোলাএ ॥ ধু ॥
সব নারী পিয়া সনে করে আনন্দিত।
আমার মন্দিরে পিয়া কেন রে বঞ্চিত ॥
বদন (বেদন ?) হুতাশে দহে কিবা রাত্র দিন।
হেরিতে পিয়ার পন্থ আঁখি হৈল ক্ষীণ ॥
আজু কালুকা(১) করি দিন গেল বইয়া।
না ভজিলাম পিয়া মোর যৌবন ভেটিয়া ॥
এবাদোল্লা কহে ধনী ভজ গুরু পদ।
কদম্ব তলে গিয়া দেখ পিয়ার সম্পদ ॥ ১ ॥

---

* অপর পাণ্ডুলিপিতে 'সের রাজ' ভণিতা দেখা যায়।
১। আজু কালুকা—আজি কালি।

আবার্লফকির।

বড়ারি।

মুরড়ি আনিআ দে রাধা মোরে ;
(শ্যামের) মুরড়ি আনিআ দে মোরে ধু।
ঠিক দুপুরিয়া বেলা, কদম তলে নিদ্রা গেলা,
মুরড়ি লই গেল করে(১)।
নিদ্রার আলসে রাই, ঘুমেতে চৈতন্য নাই,
মুরড়ি লইয়া গেল চোরে ॥
হাত লাড়া লাড়ি, বাহু ঝাড়া ঝাড়ি,
একলা পাইয়াছ মোরে।
তোমার মুরড়ি, আমি যদি নিআ থাকি,
অই সাইদ(২) বোলাইবা কারে ॥
আবাল(৩) ভাগিনা, না চাও রে আঙ্গিনা,
ধুলে লোটাই (আ) কান্দে। (?)
আবাল ভাগিনা দেখি, কোলে লইলুম,
সেহ মোরে কুবোল বোলে ॥ (?)
রাধিকা কানাইআ, জল পরীক্ষিতে,
কানাইআ আমিল আগে।
আবাল ফকিরে কহে, এই বাক্য মন্দ নহে,
রাধিকারে বড় দয়া লাগে ॥ ১ ॥

১। বাঁশীটি রাখিয়া বাম করে।
২। সাইদ—সাক্ষী। ৩। আবাল—ছোট।

মোছন আলী।

× ×

মথুরা বাজারে যাই,
পার করি দে নন্দের কানাই! (ধু।)
চলিছে রাধে মথুরা বাজার,
ভাণ্ড ভরি মাথে করি দধির পসার।
ঘাঠে চৌকি নন্দের কানাই,
বলে দধি দে রে খাই;
নানা ভোলা (?) নূতন যৌবনী;
কি দিয়া মানাই যাইমু (যাইবা?) ঘাটোয়াল মাঝি?
তুমি কমল আমি ভ্রমর,
একা কুঞ্জে চল সাধ পুরাই॥
কহে হীন মোছন আলী রাই,
দান করি নয়ালি যৌবন,
পার কর কানাই।
তুমি নাগর ধর কাণ্ডার,
আমি দিমু তোরে,
পাণ বদনাই॥ ১॥

মহম্মদ হানিফ।

কল্যাণ

মধুর মুরড়ি ধ্বনি শুনিতে সুস্বর।
ভুবন মোহন রূপ চলহ মথুর(১)॥ ধু॥
কি রঙ্গ দেখিলাম সই রে যমুনার কূলে(২)।
পুলকিয়া উঠে প্রাণ ছটফট করে॥
কালিয়ার নাচনি চাইতে প্রাণি নিল হরি!
ঝামরু ঝামরু নাচে আপনা পাসরি॥
মহম্মদ হানিফে কহে কি রঙ্গ দেখিলুম।
মোকর (?) চলিআ যাইতে নিরক্ষি চাহিলুম॥ ১॥

আলিমদ্দিন।

×

এই মোর কপালে ছিল,
প্রাণের নাথ ছাড়ি গেল,
সখী লই যাব মথুরাতে।
মথুরাতে প্রাণধন,
চল চল সখীগণ,
ছাড়ি গেল সখা প্রাণ নাথে॥
হাহা প্রভু দীন নাথ,
তুমি বিনে পরমাদ,
তুমি বিনে আঁধার বৃন্দাবন।
আলিমদ্দিনে কহে,
শুন রাধে মহাশয়ে,
কৃষ্ণ সাথে হৈব দরশন॥ ১॥

১। 'চলহ মথুর' স্থলে 'চলিতে মধুর' পাঠান্তর।
২। 'কূলে' স্থলে 'তীরে' ঐ।

পরিশিষ্ট।

আলাওল।

ভাটিয়াল।

দীন বন্ধু! কর পরিত্রাণ,
তুমি বিনে দুর্গতির গাতি নাহি আন॥ ধু।
ভুলিয়া সংসার রসে তোমা পাসরিলুম,
অনুরূপ প্রতিফল হাতে হাতে পাইলুম॥
না চাহি পরম পদ চাহিলুম সম্পদ।
নিজ দোষে সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমএ আপদ॥
চন্দন ত্যজিয়া যেন মক্ষিকা পূরীষে।
উড়িয়া পড়এ আসি চিত্তের হরিষে॥
অখনে শরণ লৈলুম ক্ষম অপরাধ।
তুমি বিনে মনে ত নাহিক আন সাধ॥
হীন আলাওলে কহে মুক্তি পাইবা যবে।
সম্মুখে কপট নাশি ভজ দড় ভাবে॥ ৫॥

সৈয়দ আইনদ্দিন।

গৌরী।

জালাইয়া রাখ কান্তি জীবা অনুদিন।
তেহরিতে ফুক দিলে টিপন সন্ধান॥
পবন উদ্দেশি কায়া আয়ু পরিমাণ।
ভাটিতে গমন হৈলে ধরএ উজান॥
অমৃত কুণ্ডল জল পিয়(১) অনুদিন।
ভাটি ভাগ ভুগিলে সে জীবন ততদিন(২)॥
ঘঠ মধ্যে তিন গুণ কায়া শুদ্ধ মাটী।
সাধন সাধিলে কায়া না পড়িব ভাটি॥
সৈয়দ আইনদ্দিনে কহে না করিও হেলা।
গুরু সেবা করিলে সে নাহি আন্ধিয়ারা(৩)॥ ৬॥

১। পিয়—পান কর।
২। "বায়ু ভোগ ভুগিলে সে জীবন কথ দিন।"—পাঠান্তর।
৩। "গুরু সেবাএ পন্থে চল মা হৈবা আন্ধালা।"—ঐ।
আন্ধিয়ারা—অন্ধকার। আন্ধালা—অন্ধ।

কুহু। (কৌ ?)

অরে অবোধ মনুরা রে(১) জাগরে প্রভাতে।
ইব্লিছ(২) পাতকী সবে ফিরে সাথে সাথে॥
জাগিয়া প্রভুর সেবা একমনে কর।
মরিবার কালে তুমি সব আগে মর॥
জীবন থাকিতে যদি পার মরিবার।
তবে কাল যমহস্তে ভয় নাহি আর(৩)॥
নূরের ফিরিস্তা আসি নূর বাটি যায়(৪)।
শয্যা সুখে নিদ্রা যাও একি ব্যবহার!
বনবাসী পাখী সবে বিপিনে থাকিয়া।
জপএ প্রভুর নাম প্রভাতে জাগিয়া॥
কহে সৈয়দ আইনদ্দিনে আমি ভোরমতি।
নিশি অবশেষ হৈল না ভজিলাম পতি॥ ৭॥

১। মনুরা—মন। ২। ইব্লিছ—শয়তান।
৩। 'পদ্মাবতী'তে এক স্থানে আছে,—
"আমি আমি করিতে হারায় সব কাজ।
আপনাতে সব আছে শুন মহারাজ॥
জীবন থাকিতে যদি মরে একবারে।
পুনি কোথা মরণ কে মরে কেবা মারে॥"
ইত্যাদি। (৯৪ পৃঃ।)
৪। নূর—আলো; Light.
ফিরিস্তা—স্বর্গ-দূত; Angel.
বাটি—বাটিয়া; বিলাইয়া।

আশোয়ারী।

কি কর (অবোধ ?) ভাই, অবোধ-চরিত।
এ সুন্দর কায়াখানি মর্জ্জিব মাটিত॥ ধু॥
ভালা হেন জানিআ না করহ মান।
মৃত্যু হৈলে পরিশ্রমে না রৈব গুমান॥
অহঙ্কার সনে মান কিছু না রহিব।
ছোট বড় যথ ইতি মেদিনী গ্রাসিব॥
ঠাকুরে দাসের দেখো গোরে নাহি চিন।
এহা ভাবি কহে হীন সৈয়দ আইনদ্দিন॥ ৮॥

সৈয়দ নাছিরদ্দিন।

শ্রী।

কি বুদ্ধি করিমু নাথ, না দেখি উপায়! ধু।
কলি হৈল বলী রে ধরম নাই তোর (তার ?) মনে।
আপন পর পরিচয় নাহি বিবাদ জনে জনে॥
থর(১) নাই, কূল নাই, রৈবার(২) নাই ঠাঁই।
দুই কূল হারাইআ নাথ, ভাসিতে বেড়াই॥
দরিআ তরঙ্গ দেখি স্থির নহে মন।
নাছিরদ্দিনে কহে ভাব নিরঞ্জন॥ ৩॥

১। থর—স্থল। ২। রৈবার—রহিবার।

দীপক।

আমি বনে ভাসি রে,

আমি বনে ভাসি ধু।

হাসি হাসি বনে ভাসি দিন গেল বহিআ।

না পুরিল মনের সাধ যাইমু কি না লইআ ॥

ভরিআ সুবর্ণের ভরা ভাসাইলুম্ তরঙ্গে।

কেহ করে হাসি খেলি (কেলি ?) কেহ যাএ রঙ্গে ॥

বনে(১) লইয়া বনস্পতি তরুআ গাস্তারি(২)।

টালাইলে না চলে ভুর,(৩) ভরা হৈল গাড়ি (ভারি ?) ॥

কহে নাছিরদ্দিনে কি কাম করিলুম্।

নন্দিয়া কিনারায় বাসা কেনে এড়ি আইলুম্ ॥ ৪ ॥

১। বনে—জলে।

২। গাস্তারি—গাছ বিশেষ।

৩। ভুর—জঙ্গল হইতে কাটিয়া বাঁশ বা গাছ রাশি রাশি বাঁধিয়া জলে ভাসাইয়া আনা হয়। সেইরূপ এক এক রাশকে 'ভুর' বলে।

নাছির মহম্মদ।

শ্রী।

দিনে দিনে আইসে নাথ, আমার বাড়ীর খবর।
কি লৈয়া যাইমু আমি, আমার শূন্য ছটি কর ॥ ধু ॥
নাথ রে, বণিজ(১) কারণে আইলুম্ না বুঝিলুঁ ভাও(২)।
শুকাইল যমুনার জল, চড়ে লাগিল্ নাও(৩) ॥
নাথ রে, তর(৪) নাই, কুল নাই, ধরিবারে ঠাঁই।
বল বুদ্ধি হারাই আমি ভাসিয়া বেড়াই ॥
কলি হইল বলী ধর্ম্ম নাহি মনে।
বল বুদ্ধি হারাই আমি ফিরি বনে বনে ॥
ভরিলুম্ সুবর্ণের ভরা না রাখিলুঁ ধারে।
লহরে মারিল নাও পাইয়া বালুর(৫) চড়ে ॥
যথ ছিল পাইক মাঝি(৬) তারা দিল লুক্(৭)।
না জানি নছিবে(৮) মোর আছে কথ দুখ ॥
কোন পথে যাইমু আমি না দেখি উপায়।
× × × ॥
কহে নাছির মহম্মদ তরিতে ভব-সিন্ধু।
প্রভু বিনে নাই মোর দীনদয়াল বন্ধু ॥ ৮ ॥

১। বণিজ—বাণিজ্য। ২। ভাও—ভাব।
৩। নাও—নৌকা। ৪। তর বা থর—স্থল।
৫। বালুর—বালির। ৬। পাইক মাঝি—দাঁড়ী মাঝি।
৭। দিল লুক—পলাইল। ৮। নছিবে—কপালে।

মালশী।

করুণা সাগর পীর বদর আলাম(১)।
তরায় (তরাও) সঙ্কট হস্তে চরণ ভজিলাম ॥
ব্যাঘ্র চর্ম্ম (পৃষ্ঠ ?) আরোহি সমুদ্র হৈতে (হৈছ ?) পার।
কে বুঝিতে পারে প্রভু মহিমা তোমার ॥
চাটিগাতে(২) আসিআ হইল উপস্থিত।
সেবক জনেরে (তে ?) ডাকে পুরায় (পুরাও) বাঞ্ছিত ॥
এতিম নাছিরে কহে ভজ (ভজি ?) রাঙ্গা পায়।
সাহা আফ্‌ঝল পীর রহিতে সহায় ॥ ৯ ॥

১। বদরু আমাল—সুপ্রসিদ্ধ আউলিয়া। চট্টগ্রাম সদরে ইঁহার দর্‌গাহ আছে।
২। চাটিগাতে—চট্টগ্রামে।